Mr. Ahmad Taufique 86.
P.O. & vill - Selbarash
via - Dharampasha
Sylhet

Reg. No. DA. 142

পাক্ষিক

আহমদী

পূর্ব্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার মুখপত্র।

সডাক বার্ষিক চাঁদা ৪৲ টাকা　　　প্রতি সংখ্যা ৵০ আনা

পাক্ষিক আহ্মদীর নিয়মাবলী

১। প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নিকট পাঠাইতে হয়।

২। চাঁদা, সাহায্য বা কাগজ পাওয়া সম্বন্ধে কোন অভিযোগ থাকিলে ম্যানেজারের নিকট পাঠাইতে হয়। চাঁদা অগ্রিম দেয়

৩। 'আহমদীর' বৎসর মে হইতে এপ্রিল এবং যিনি যখন গ্রাহক হন তখন হইতে।

৪। বিজ্ঞাপনের হার অতি সুলভ। ম্যানেজারের সহিত পত্রালাপ করুন।

ম্যানেজার, পাক্ষিক, আহ্মদী।
পোঃ বক্স নং৬, ১৮/১২ মিশন পাড়া নারায়ণগঞ্জ।

নব পর্য্যায়—১৩শ বর্ষ, { Fortnightly, Ahmadi, July. 8th, 1959
২৩শে আষাঢ়, ১৩৬৬ বাং ১লা মহরম, ১৩৭৯ হিঃ, } ৫ম সংখ্যা

ধনীগণের প্রতি সতর্ক বাণী

আল্লাহতালা কোরআন করীম সুরা তওবার ৫ম, রুকুতে বলিয়াছেন :—"এবং ঐ সমস্ত লোক (ও) যাহারা স্বর্ণ এবং রৌপ্য জমা করে এবং আল্লাহতালার রাস্তায় খরচ করে না, তাহা-দিগকে কঠোর শাস্তির সংবাদ দাও। এই শাস্তির সংবাদ ঐ দিন (হইবে) যখন এই (সঞ্চিত স্বর্ণ এবং রৌপ্যের) দরুণ জাহান্নামের অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জলিত করা হইবে এবং এই (স্বর্ণ ও রৌপ্য) দ্বারা তাহাদের কপাল, পার্শ্বদেশ ও পৃষ্ঠে দাগ দেওয়া হইবে (এবং বলা হইবে) ইহা ঐ বস্তু যাহা তোমরা নিজের জন্য জমা করিতে। সুতরাং যে সমস্ত বস্তু তোমরা জমা করিতে, উহার স্বাদ গ্রহণ কর।"

হাদিসে সতর্ক বাণী

হজরত রসুল করীম (দঃ) বলিয়াছেন, যাহাকে আল্লাহতালা মাল দান করা সত্ত্বেও সে জাকাৎ আদায় করে নাই কেয়ামতের দিন তাহার মাল (ঐশ্বর্য্য) একটি বড় টেকো বিষধর সর্পরূপে তাহার গলায় শৃঙ্খল পরাণো হইবে। তখন ঐ সর্প তাহাকে বলিবে আমি তোমার ঐ মাল যে মালের তুমি জাকাৎ আদায় কর নাই।" "মোসলেম।"

নোট :—প্রত্যেক মুসলমান, যাঁহাকে আল্লাহতালা ধন দিয়াছেন, উপরোক্ত কোরআনী আয়েৎ ও হাদিস পাঠ করিয়া যদি স্বীয় সম্পত্তির উপর জাকাৎ ওয়াজেব কিনা চিন্তা করেন, হিসাব করিয়া দেখেন ও জাকাৎ ওয়াজেব হইয়া থাকিলে তাহা আদায় করেন। তবে নিশ্চয়ই তাঁহাদের মাল আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। পরকালের শাস্তি হইতে পরিত্রাণ পাইবেন। সর্ব্বোপরি সামাজিক উন্নতিও সাধিত হইবে।

হজরত খলীফাতুল মসিহ সানি (আইঃ) এর বাণী

তাহরিক জদীদ, ঐ পুরাতন তাহরিক, যাহা আজ হইতে সাড়ে তের শত বৎসর পূর্ব্ব হজরত রসুল করীম (দঃ) দ্বারা প্রবর্ত্তন করা হইয়াছিল।

যদি তোমরা সততার সহিত আহমদীয়ত গ্রহণ করিয়া থাক তবে তাহরিক জদীদ (নূতন আন্দোলন) এর উদ্দেশ্য সাধনে আমার সহিত সহযোগীতা কর।

যদি তোমরা ইহার (তাহরিক জদীদের) দাবী সমূহের প্রতি আমল কর তবে নিজ খোদাকে সন্তুষ্ট করিবে।

যদি তোমরা সততার সহিত আহমদীয়ত গ্রহণ করিয়া থাক। যদি তোমরা বিশ্বাস কর যে আহমদীয়া জামাত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। যদি তোমরা মনে কর যে, হজরত মোহাম্মদ (দঃ) এর অনুসরণের মধ্যে হজরত মোহাম্মদ (দঃ) এর অনুসরণ নিহিত আছে। তবে, পুরুষগণ! এবং হে মহিলাগণ! তোমরা তাহরিক জদীদের উদ্দেশ্য সাধনে আমার সহিত সহযোগীতা কর এবং আনছার উল্লাহ (আল্লাহর সাহায্যকারী)তে পরিণত হও।

৩১শে জুলাই, ১৯৩৮ ইং তারিখে বর্ণিত। আলফজল—১৬-৬-৫৯ ইং।"

"আসহাবে আহমদ"

আহমদীয়া জামাতের প্রবীন লেখক জনাব মালিক সালাহুদ্দীন সাহেব এম, এ, হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) এর বিশিষ্ট সাহাবাগণের জীবন চরিত, তাঁহারা কিরূপে আহমদী হইয়াছিলেন এবং স্বচক্ষে কি কি নিদর্শন দেখিয়াছেলেন তাহা গ্রন্থকারে এ পর্য্যন্ত ৬ জিলদ প্রকাশ করিয়াছেন। এই সকল গ্রন্থ পাঠে ঈমান বৃদ্ধি করিতে চাহিলে আহমদীর সম্পাদকের সহিত পত্রালাপ করুন।

আজি এ আষাঢ়ে বাদল বেলায়

(মোহাম্মদ আশোহার আলী)

আজি এ আষাঢ়ে বাদল বেলায় মন চায় বারে বারে।
নিবিড় প্রাণের দু'টি কথা যেনো খুলিয়া বলিতে কারে।
ঘন কালো মেঘে ঢেকেছে আকাশ বসি খোলা বাতায়নে।
চেনা অচেনা কত মুখ আজি উঁকি মারে মোর মনে।
যুগ ইমামের আগমন বাণী দিতে তাহাদের কাণে।
এত ভাষা নাই কি করে বুঝাই কত সাধ জাগে প্রাণে।

প্রাণ চায় আজি মেঘ হয়ে ভাসি উতলা দখিন বায়ে।
"মাহদীর" বাণী করি বরষণ বাঙলার গাঁয়ে গাঁয়ে।
হৃদয় নিঙাড়ি করি বিরচন আজি যে লিপিকা খানি।
অকপট কোন মনের গহনে পথ পাবে তাহা জানি।

ঘোষিছে আকাশ 'জায়াল মসিহ' শোন যার আছে কাণ।
'এইত মাহ্দী খোদার খলিফা' বলিতেছে আস্মান।
তারি সওগাৎ বিলাই সবারে আসিবেই যদি বৃথাই দের।
এ মহাসুযোগ হারালে হেলায় ফিরে পাওয়া হবে শক্ত ঢের।
পরশ পাথর বিকায় আজিকে নিছক মাটির দামে।
হীরা জহরৎ মুকুতা মানিক অঢেল ডাহিনে বামে।
বিজ্ঞজনের মুখেতে হয়ত শুনেছ অনেক বার।
মাহদীর যুগে পথে ঘাটে রবে ধন রাশি বেসুমার।
সে ধন বিলাতে খোদার খলিফা আসিবেন দ্বারে দ্বারে।
ব্যর্থ কোশেষ! কেহ না আসিবে মোফ্ত লইতে তারে।
আজব কাণ্ড! হেন কথা কভু মানুষ শুনেছে কি!
খোদার কালাম বেচিয়াও যারা যোগায় দুয়ানী সিকি।
তাহাদেরই কিনা রাতারাতি হবে ঋষিতে রূপান্তর।
কামনার লেশ মুক্ত হইবে তাহাদেরই অন্তর।
আসল কথাটি এ নহে বন্ধু—ইমাম মাহদী এসে।
কোরণের মহাধনভাণ্ডার লুটাইবে দেশে দেশে।
তত্ত্বজ্ঞানের আলোর বন্যা আনিবেন তিনি বয়ে।
আসিবেন তিনি রুদ্র গোপাল, বশির নজীর হয়ে।
সে রুদ্র মূরতি সে আলোর ছটা চোখেতে বিঁধিবে যার।
ইসলাম রবির উদয়ে তাহার চেচামেচি হবে সার।
দিগভ্রম কালে ভ্রান্ত মানুষ ভাবে ঘেরি চৌদিকে।
সূর্যাই বুঝি ভুল করে আজ উঠেছে অন্য দিকে।
তেমনি হবে এক অভাগার দল ইমাম মাহ্দীর কালে।
হাত পা তাদের রহিবে জড়ানো দুনিয়ার বেড়াজালে।
ঘিরিবে তাদেরে ভোগ লালসার শক্ত পাষাণ কারা।
যুগ-ইমামের জেহাদের ডাকে দিবে না তাহারা সাড়া।
সেই অশোভন পরিণাম হতে সবারে বাঁচাতে তাই।
ঘুমন্ত পুরীর দুয়ারে দুয়ারে "দস্তক" দিয়ে যাই।
কেহ দেয় গালি, রাগ করে কেহ, কেহ বা কহে না কথা।
তবু রছুলের কড়া ফরমান ঘোষিতেছি যথা তথা।
ইমাম মাহদীর আগমন বাণী শুন যদি কারো মুখে।
হিমের পাহাড় পার হয়ে যাবে হামাগুড়ি দিয়া বুকে।
অগ্নি দরিয়া আসে যদি পথে সাতারিয়া হবে পার।
আমার সালাম বলিবে তাহারে হাতে হাত দিয়া তার।
আপন বলিতে যা কিছু তোমার ঢেলে দিও তারি পায়।
অতি মোবারক জমানা মাহদীর বিফলে যেনো না যায়।
পলে পলে দিন, দিনে দিনে মাস, বছর চলিয়া যায়।
কে জানে কাহার জীবন প্রদীপ কখন নিভিবে হায়।
ছায়ার মতন শেষের শমন ঘুরিছে সবারি পিছু।
মহা যাত্রার পাথেয় কি তুমি লয়েছ ঝুলিতে কিছু!
বলেছেন নবী "যুগের ইমামে চিনিবেনা যেই জন।
জাহেলিয়াতের মওৎ তাহারে করিবে আলিংগণ।"
মহান নবীর এ মহা বাণীর কিছু কি দিয়েছ দাম?
যুগ ইমামেরে চিনিয়া নিবার কভু কি লয়েছ নাম?
চৌদ্দ শতকের শুরুতেই তার আসিবার ছিল কথা।
আকাশ জমীন টলিলেও এর হবে নাতো অন্যথা।
চৌদ্দ শতকের শুরু ত গেছেই আধাও যে গেলো চলি।
পথ চেয়ে চেয়ে পূবের সূরুজ পশ্চিমে পড়ে ঢলি।
দেখিতে দেখিতে চৌদ্দ শতক শেষ কোঠা হল পার।
আজিও প্রতীক্ষা বিফল বন্ধু বলি কত বার বার
"সারওয়ারে দোজাহাঁ" বলেছেন যাহা হাদিছে রয়েছে লেখা।
"মোর মাহদীর দুটি লক্ষণ আকাশেতে দিবে দেখা।
দীর্ঘ পুচ্ছ ধুমকেতু যবে দেখিবে পূর্ব্বাকাশে।
চাঁদ সূরুজের গ্রহণ লাগিবে একই রমজান মাসে।
জানিবে তখন ইমাম মাহদী রয়েছেন দুনিয়ায়।
অতি প্রসন্ন ভাগ্য হইবে যে তারে খুজিয়া পায়।"
তার পরে যার ভাগ্য ভাল চিনিবে তাহার পরে।
এক এক করিয়া ইমাম মাহদীর জমাত উঠিবে গড়ে।
উম্মতে নবীর ভিতরে তখন তিহাত্তুর দল হবে।
কোন সে নিশানে হক বাতিলের পরখ করিবে তবে।
অতি পরিষ্কার বয়ান তাহার নবীর বাণীতে আছে।
"জান্নাতি" দলে চিনিতে মোদের ক্লেশ নাহি হয় পাছে।
দ্বীনের কাজে তারা হবে ঠিক সাহাবাগণের মত।
কোরাণের বাণী প্রচারে লিপ্ত রহিবেন অবিরত।
একই ইমামের এতায়াত ডোরে বদ্ধ তাহারা রবে।
'জমাত" বলিতে যা কিছু বুঝায় তাহারা তাহাই হবে।
এমনি কত কি "হুলিয়া" তাদের বলেছেন মহানবী।
কথার কুজায় যেনো দেখা যায় মহা-সায়রের ছবি।

নোট :—আহমদীর পাতায় স্থানাভাবে এই কবিতার কোন কোন অংশ বাদ দেওয়া হইয়াছে।

শব্দার্থ :—বশির নজীর—সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারী
"দস্তক"—করাঘাত, ফরমান—আদেশনামা।
শেষের শমন—মানব জীবনের পরিণতি, (মৃত্যু)।
সারওয়ারে দোজাহাঁ—ইহ পরকালের নেতা।

জান্নাতি দল—আখেরী জমানার মুসলমানগণ ৭৩ দলে বিভক্ত হইবে এবং উহাদের মধ্যে মাত্র ১টি দল জান্নাতি হইবে বলিয়া আঁ হজরত (দঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন। এখানে সেই দলের প্রতি ইশারা করা হইয়াছে।

এতায়াত—আজ্ঞানুবর্ত্তিতা। জমাত—একনেতৃত্বাধীনে পরিচালিত এবং সম্মিলিত কর্ম্মপন্থার অনুসরণকারী সংঘ।

হুলিয়া—লক্ষণ। কুজা—ঘট।

'SORRY NOTHING CAN BE DONE FOR ABDUL KARIM'

কিছুদিন পূর্ব্বে জনৈক ডাক্তার বন্ধুর দোকানে বসা ছিলাম। ঐ বন্ধুও 'আহমদী'র পাঠক। কথা প্রসঙ্গে তিনি বলিলেন, "জলাতঙ্ক রোগের ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই। এই রোগে আক্রান্ত হইলে কেহই রক্ষা পায়না আমি তখন বর্ত্তমান জমানার ইমাম, হজরত মির্জা গোলাম আহমদ (আঃ) এর দোয়ার ফলে যে জলাতঙ্ক রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছিলেন তাহা বলিলাম। দোয়ার ফলে আরোগ্য লাভ করা সম্ভবপর বলিয়া জনাব ডাক্তার সাহেবও স্বীকার করিলেন। পাগলা কুকুর বা শৃগাল কামড়াইলে যে রোগ হয়, তাকে বলে জলাতঙ্ক রোগ। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, ঔষধ না থাকিলে কুকুর কামড়াইলে ইনজেকশন দেওয়া হয় কেন? প্রকৃত পক্ষে এই ইনজেকশন হইল এন্টিরেবজ বা জলাতঙ্ক পরিশেষক মাত্র। রোগের ইহা ঔষধ নহে। নিম্নে প্রকৃত ঘটনাটি সংক্ষেপে বর্ণিত হইল। সঃ আঃ।

হজরত ইমাম মাহদী (আঃ) এর জীবিত কালে হায়দ্রাবাদ (দাক্ষিণাত্য) এর আবদুল করীম নামক জনৈক ছাত্র কাদিয়ান মাদ্রাসা আহমদীয়াতে অধ্যয়ন করিতেন। একদা তাঁহাকে পাগলা কুকুর কামড়ায়। তখন কসৌলীতে পাস্তুর ইন্সটীটিউট ছিল। কুকুর কামড়াইবার পর উক্ত আবদুল করীমকে চিকিৎসার্থে তথায় পাঠানো হইল। কসৌলীতে চিকিৎসার পর তিনি কাদিয়ান প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পর জলাতঙ্ক রোগে আক্রান্ত হইলেন আলো ও পানিকে ভয় করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার মধ্যে জলাতঙ্ক রোগের যাবতীয় উপসর্গ দেখা দিল। এতদ্দর্শনে কাদিয়ান হইতে কসৌলীর ইংরাজ ডাক্তারের নিকট টেলিগ্রাম করা হইল। ঐ টেলিগ্রামের যে উত্তর আসিয়াছিল তা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

To Station—Batala.
To Person—Sherali Kadian

From Station—Kasauli
From Person—Pasteur.

'Sorry Nothing Can be done for Abdul Karim'

টেলিগ্রামের বঙ্গানুবাদ

প্রেরক—পাস্তুর, কসৌলী। প্রাপক—সের আলী বাটালা, কাদিয়ান।

"দুঃখীত আবদুল করীমের জন্য কিছুই করা যাইতে পারে না।"

অতঃপর অবস্থা যখন চরমে পৌঁছিল। রোগীকে বোর্ডিং হইতে সরাইয়া পৃথক ঘরে সাবধানতার সহিত রাখা হইল এবং সকলেই চিন্তিত হইয়া মনে করিতে লাগিলেন যে, হায়, এই বিদেশী ছাত্রটি ক্ষণকালের মেহমান মাত্র। তখন আল্লাহতালার প্রিয় মসিহ ও মাহদী হজরত মির্জা গোলাম আহমদ (আঃ) এর কোমল হৃদয়ে এই বিদেশী ছাত্রটির আরোগ্যের জন্য দোয়া করিবার প্রবল জোশের সৃষ্টি হইল। হুজুর (আঃ) খুবই আকুল ভাবে আবদুল করীমের আরোগ্যের জন্য দোয়া করিলেন। আল্লাহতালা তাঁহার প্রিয় মাহদীর দোয়া কবুল করিলেন। আবদুল করীমকে আরোগ্য দান করিয়া তাঁহার মাহদীর সত্যতার একটি জলন্ত নিদর্শন প্রদর্শন করিলেন। ঐ আবদুল করীম সাহেব আরোগ্য লাভ করিয়া বহু সন্তানের পিতা হইবার পর স্বাভাবিক মৃত্যু লাভ করিয়াছেন। আহমদীয়া জামাতের সত্যতার ইহা একটি জলন্ত নিদর্শন।

হজরত আমীরুল মোমেনীন (আইঃ) এর রোগ মুক্তির জন্য দোয়াও সদকা

ঢাকা জিলার রিকাবী বাজার হইতে জনাব সেরাজুল ইসলাম সাহেব জানাইতেছেন যে, তথায় হুজুর (আইঃ) এর রোগ মুক্তি ও দীর্ঘায়ুর জন্য ইজতেমায়ী দোয়া করা হইয়াছে এবং একটি খাশী সদকা করা হইয়াছে।

মুন্সীগঞ্জ হইতে জনাব কামাল পাশা সাহেব জানাইয়াছেন, সেখানকার আহমদীগণ হুজুর (আইঃ) এর রোগ মুক্তি ও দীর্ঘায়ুর জন্য দোয়া করা হইতেছে।

ঘাটুরা আঞ্জুমনে মজলিশ খোদ্দামুল আহমদীয়া গঠন

ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত ঘাটুরা আঞ্জুমনে মজলিশ খোদ্দামুল আহমদীয়া নিম্নলিখিত ৫ কর্তা সমন্বয়ে গঠিত হইয়াছে।

১। জনাব মুজিবর রহমান লস্কর সাহেব, কায়েদ। ২। জনাব মুখলেছুর রহমান লস্কর সাহেব, সেক্রেটারী। রিপোর্টার—মুখলেছুর রহমান লস্কর। ২৩-৬-৫৯ ইং।

সম্পাদকের নিকট লিখিত একটি পত্র

চাঁদপুর গ্লোরিয়াস্ ক্লাব ১-৭-৫৯ ইং

জনাব সম্পাদক সাহেব, "আহমদী" পত্রিকা।

শ্রদ্ধেয় বড় ভাই! ক্লাবের সকলের পক্ষ থেকে আপনাকে আচ্ছালামু আলায়কুম।

যথা সময়ে আপনার পত্র পেয়ে সুখী হলাম সত্যিই আপনি বড় ভাইয়ের যোগ্য। আপনার পত্রে উপদেশ পূর্ণ অনেক কিছু রয়েছে যাহা আমাদিগকে Unity, faith, Discipline শিক্ষা দেয়। আমি যতটুকু বুঝি তাতে মনে হয়, আমরা যুগের চক্রে পড়ে আছি। যেহেতু আমাদের হস্তে এমন কোন অস্ত্র নাই যদ্বারা উন্নতির দিকে অগ্রসর হতে পারি। আজ সভ্য দুনিয়ায় মুসলমানদের স্থান কোথায়? একদিন মুসলমানদের শিক্ষায়, দর্শনে, ইতিহাসে, ক্ষমতায় সমস্ত দুনিয়া অবাক হতো, তখন সমস্ত দুনিয়া আমাদের নিকট অবনত হয়ে থাকতো', সেই বীর জাতির স্থান আজ কোথায়? উত্তর কঠিন নয়। আমরা প্রকৃত শিক্ষাকে ভুলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়েছি। আজ আমাদের নাই একতা, নাই বিশ্বাস, নাই নিয়মানুবর্ত্তিতা অথচ জাতিবৃন্দের গৌরবও সফলতা—ঐক্য, বিশ্বাস ও নিয়মানুবর্ত্তিতার গুণেই হয়ে থাকে। আজ কলির কমিউনিষ্ট যুগে পবিত্র কোরআনের শিক্ষা এবং ইসলামী আদর্শকে ভূতলে প্রোথিত করার জন্যে রকেট হস্তে অনেক জাতি উচ্চস্বরে চিৎকার করতেছে। আপনাদের জামাত ইসলাম বিরোধী কমিউনিষ্ট মতবাদকে নিশ্চিহ্ন করতে পারেন কি? নিশ্চয়ই পারেন। যেহেতু আমাদের পবিত্র কোরআনের সুরা আররহমানে আল্লাহ বলেছেন:—"হে দানব ও মানব জাতি! পৃথিবী ও গগন মণ্ডলীর

সীমাঞ্চল অতিক্রম করে (আমার শক্তির) বহির্ভূত হবার যদি তোমাদের শক্তি সামর্থ বা ইচ্ছা থাকে তবুও তোমরা বহির্গত হতে পারে না " আল্লাহ ইহাও বলেন, "অগ্নি, উল্কা ও ধূম্ররাশি তোমাদের প্রতি বর্ষিত হবে। তোমাদের তখন আত্মরক্ষার সামর্থ বা উপায় থাকবেনা। অতএব তোমরা স্বীয় প্রতিপালক আল্লাহর কোন অনুগ্রহ সম্পদ অস্বীকার করবে ?"

সুতরাং আমার মনে হচ্ছে একদিন রকেট দুনিয়ার গরিমা ও প্রতাপ ধ্বংস হয়ে যাবে। কাজেই রকেট দুনিয়ার প্রতিশেধক কঠিন নয়। আপনাদের জামাতের নিকটই এর উপযুক্ত চিকিৎসা রয়েছে। আপনারাই করবেন প্রকৃত তবলীগ ও যা হবে দুনিয়ার আদর্শ ও পরিচালনার রজ্জুর গোড়া।

বেয়াদবী মাফ করবেন। আপনার পত্রের উত্তর দিতে গিয়ে অনেক কিছু লিখলাম। আপনি বড় ভাই, তাই ভয়ের কোন কারণ নাই। ভুল সংশোধন করবেন, শাসন করবেন, অথচ অবিশ্বাস করবেন না। .... তারপর বড় ভাইয়ের প্রতি আমাদের আরো অনেক আবদার আছে নিশ্চয়ই। "সভ্য জগতে ইসলামের প্রভাব কতটুকু" এই বিষয় বস্তু নিয়ে একটি প্রবন্ধ লিখে দেবেন। স্থানীয় মাদ্রাসায় ও আমাদের ক্লাবে আমি যত্ন সহকারে আপনার প্রত্যেকটি প্রবন্ধ সুন্দর করে বুঝিয়ে ও পাঠ করে শুনাতে চেষ্টা করব।

আর আপনার সুনজরে আমি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ যে, আমাদের চাঁদপুর .... কোন থানায় অবস্থিত তা আপনি জানতে চেয়েছেন। ... ছোট ভাই দের সংবাদ নিলে কিন্তু ছোট ভাইদের গরীব খানায় ও আসতে হবে। চাঁদপুর গ্রামটি .....অবস্থিত। দোয়া করবেন আমি এবার .. B A পরীক্ষা দিয়েছি ..। যাক, আমার ছালাম রইলো। ইতি—

আপনার ... ... মাহবুবুল আলম।
সেক্রেটারী।

নোট :—রকেটধারী জাতির প্রতি কোরআনের সতর্ক বাণী।

"হে উভয় জবরদস্ত শক্তি ! (রাশিয়াও আমেরিকা) আমরা তোমাদের উভয়ের অস্ত্র ফারেগ হইতেছি" অর্থাৎ কিছু দিন যুদ্ধ ছাড়িয়া রাখিয়া উভয়কে ধ্বংস করিব)।

হে জ্বিন ও ইনছান মণ্ডলী ! (জ্বিন ধনাঢ্য ও ইনছান সাধারণ লোক। যে রূপ আজকাল ধনাঢ্যদের একদল অর্থাৎ কেপিটে-লজম এবং অপর দিকে সাধারণ লোকের' যেরূপ রাশিয়ার) যদি তোমরা আকাশ মণ্ডলী ও জমিনের সীমা অতিক্রম করিয়া পলায়ন করিবার শক্তি রাখ, তবে পলায়ন করিয়া দেখাও। দলিল ভিন্ন তোমরা কখনও পলায়ন করিতে পারিবে না। অর্থাৎ তোমার শক্তি দ্বারা আসমানী শিক্ষার মোকাবেলা করিতে পারিবে না এবং স্বীয় শক্তি দ্বারা ইহা হইতে পরিত্রাণ পাইবে না। ইহার মাত্র একটিই উপকরণ আছে যে দলিল দ্বারা আসমানী শিক্ষার অসাড়তা প্রমাণ কর।

"তোমাদের প্রতি অগ্নিশীখা নিক্ষিপ্ত হইবে এবং তাম্র ও (নিক্ষিপ্ত হইবে) অতএব তোমরা উভয়ে কখনও বিজয় লাভ করিতে পারিবে না।" অর্থাৎ তোমাদের প্রতি "কাছমিক রিজ" ও "বোমা" বর্ষিত হইবে। উভয় পার্টি এমন রকেট প্রস্তুত কার্য্যে ব্যস্ত, যদ্বারা মহাশূন্যে অবস্থিত গ্রহ উপগ্রহ পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারে। কিন্তু আল্লাহতালা বলেন, তাহারা ইহাতে কৃতকার্য্য হইবে না। তাহারা সর্ব্বাধিক ঐ সকল গ্রহে পৌঁছিতে পারিবে, যেগুলি মানব দৃষ্টি গোচরিভূত।

"তফসির ছগীর, সুরা
আর রহমান, ৩২, ৩৪, ৩৬ আয়েৎ।"
সঃ আঃ।

আমি তোমার তবলীগ পৃথিবীর প্রান্ত পর্য্যন্ত পৌঁছাইব

(হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) এর প্রতি ইলহাম)

পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষা শিক্ষা করুন

(জাফরুল্লাহ খান)

(আন্তর্জ্জাতিক আদালতের হ্যাগ ভাইস প্রেসিডেন্ট মাননীয় চৌধুরী মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ খান সাহেব প্রদত্ত বক্তৃতা। এই বক্তৃতা ১৯৫৮ ইং সালের ঐ ঐতিহাসিক সভায় প্রদত্ত হইয়াছিল, যাহাতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হইতে আগত আহমদীগণ ৫২টি ভাষায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সঃ আঃ।

আল্লাহতালা হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) এর সহিত যে সমস্ত প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন তন্মধ্যে এক প্রতিজ্ঞা ইহাও ছিল যে,

"আমি তোমার তবলীগ (প্রচার কার্য্য পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছাইব।"

পৃথিবীতে যাহা কিছু হইতেছে, তাহা খোদাতালার গুণাবলীরই প্রকাশ, এবং তিনিই সব কিছু করিতেছেন এবং স্বীয় প্রতিজ্ঞা স্বয়ংই পূর্ণ করিতেছেন। কিন্তু পূর্ব্ব হইতেই এই সুন্নত চলিয়া আসিতেছে যে তিনি ঐ সমস্ত প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিবার জন্য তদীয় সৃষ্ট উপায় ও উপকরণকে পরিচালিত করেন। এইজন্য,

"আমি তোমার তবলীগ পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছাইব" অর্থও ইহাই ছিল যে, খোদাতালা এরূপ উপকরণ সরবরাহ করিবেন যদ্বারা হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) আনিত শিক্ষা ও পয়গাম পৃথিবীর প্রান্ত পর্য্যন্ত পৌঁছিবে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অধিবাসী ও বহু ভাষাবিদগণের হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) এর পয়গাম শ্রবণ করাও আল্লাহতালা যে তাঁহার এই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিতেছেন তার প্রমাণ। তাঁহাদের মধ্যে বহুলোক এখন এই কেন্দ্রে উপস্থিত আছেন এবং আপনারা এখন তাঁহাদের বক্তৃতা শ্রবণ করিবেন। এই দৃশ্য খুবই ঈমান বর্দ্ধক। কিন্তু এখন আমি একটি খুবই প্রয়োজনীয় বিষয়ের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। ঐ প্রয়োজনীয় বিষয় এই যে, যদি আমরা হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) এর পয়গাম পৃথিবীর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রসারিত করিতে চাই। তবে পৃথিবীর ভাষা গুলি শিক্ষা করা প্রয়োজন। ইহা ব্যতীত আমরা মৌখিক হউক বা রেডিও যোগে হউক বা লিখিতভাবেই হউক, এই পয়গাম পৌঁছাইবার কার্য্যে কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারিব না।

অতএব যদি আপনারা এই খোদাই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিবার কার্য্যে অংশ গ্রহণ করিতে চান, যদি আপনারা হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) আনীত পয়গাম পৃথিবীর প্রান্ত পর্য্যন্ত বরং পৃথিবীর প্রত্যেক অধিবাসী পর্য্যন্ত পৌঁছাইবার আকাঙ্খা পোষণ করেন, তবে আপনাদিগকে বহু বিদেশী ভাষা শিক্ষা করিবার প্রতি মনোনিবেশ করিতে হইবে।

সাধারণতা মানুষ বিভিন্ন "hobbies "হবি" (কোন বিষয়ের প্রতি আসক্ত হওয়া)

গ্রহণ করিয়া থাকে। কেহ অর্থ সঞ্চয় করা আরম্ভ করে। কাহারো কেচ্ছা কাহিনীর বিভিন্ন দিকের প্রতি মহব্বত জন্মে তাহারা ইহাকে "তবি" বানাইয়া লয়। আপনারাও "তবি" রূপে হউক আর ফরজ রূপে হউক, বিদেশী ভাষা শিক্ষা করুন এবং নিয়ত রাখুন যে ইহা দ্বারা আমরা এই জমানার সংস্কারও প্রত্যাদিষ্ট হজরত মসিহ মাউদ আনীত পয়গাম পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত পর্যন্ত এবং প্রত্যেক দেশ ও এলাকার অধিবাসীগণের নিকট পৌঁছাইবার সুযোগ লাভ করিতে পারিব।

এই উদ্দেশ্য হাসেল করিবার জন্য একটি উপায়ও আছে। আমি পূর্ব্বেও কয়েকবার এই দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছি এই অনুষ্ঠান দ্বারা সুযোগ লাভ করতঃ আমি আবার আবেদন করিতেছি। যে সমস্ত বুজর্গের প্রতি কেন্দ্রীয় কাজের ভার সোপর্দ্দ আছে তাঁহাদের কর্ত্তব্য, কেন্দ্রে পৃথিবীর অত্যাবশ্যকও প্রসিদ্ধ ভাষাগুলি শিক্ষা করা ও শিক্ষা দিবার ব্যাপক ভাবে বন্দোবস্ত করা। প্রথমাবস্থায় ৫-৬টি ভাষাই লওয়া হউক। কিন্তু খুব শীঘ্র এই প্রকার প্রতিষ্ঠান কায়েম করা প্রয়োজন যাহাতে বিভিন্ন বিদেশী ভাষা শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত থাকে। আমি অধিকাংশ সময় ইউরোপে অতিবাহিত করিবার সুযোগ পাই আমেরিকা যাইবার ও সুযোগ লাভ করিয়া থাকি এই বৎসর ও আমি এক ধর্ম্মীয় কনফারেন্সে ইসলামের প্রতিনিধিরূপে অংশ গ্রহণ করিতে আমেরিকা গিয়াছিলাম। আমি এই বিষয়ে অভিজ্ঞ যে বহির্দ্দেশে স্থানীয় ভাষা না জানার দরুণ তবলীগি কার্য্যে অসুবিধার সৃষ্টি হয়। মিশনারীগণ বিদেশে গিয়া তথাকার ভাষা শিক্ষা করিতে হয় এবং ইহাতে অনেক সময় খরচ হয়। যদি আমাদের মিশনারীগণ বহির্দ্দেশে প্রচার কার্য্যের জন্য রওয়ানা হইবার পূর্ব্বে কেন্দ্রে ঐ ভাষা শিক্ষা করেন উহার চর্চ্চা করেন স্বীয় মত ঐ ভাষায় সহজে প্রকাশ করা শিক্ষা করেন তবে ইহাতে অনেক সময় বাচে। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, কোন ভাষা শিক্ষা করিতে হইলে ঐ দেশে গিয়াই উত্তমরূপে শিক্ষা করা সহজ হয়। কিন্তু ইহাতে ও সন্দেহ নাই যে, যে ভাষার সহিত পরিচয় না থাকে ঐ ভাষা শিক্ষা করা খুবই সময় সাপেক্ষ। রওয়ানা হইবার পূর্ব্বে যদি কেন্দ্রেই প্রাথমিক স্তর অতিক্রম করা যায়, তবে মিশনারীগণ বৈদেশিক ভাষায় খুব শীঘ্র দক্ষতা অর্জ্জন করিতে পারেন আমাদের কোন কোন মিশনারী তিন তিন বৎসর যাবৎ বহির্দ্দেশে কর্ম্মরত আছেন। কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা এই যে ঐ সমস্ত ভাষায় তাঁহারা এতটুকু দক্ষতা অর্জ্জন করিতেই পারেন নাই যদ্বারা স্বীয় আন্তরিক অভিলাষ সহজে ব্যক্ত করিতে পারেন। পৃথিবীতে খুবই শীঘ্র একটি আধ্যাত্মিক ইনকেলাব (বিপ্লব) আসিতেছে। এই জন্য প্রয়োজন আমরা এই সমস্ত উপকরণের ব্যবহার দ্বারা আল্লাহতালার "ছিফতে রহমানিয়ত" (অযাচিত ভাবে দান করিবার গুণ) দ্বারা প্রেরিত হেদায়েৎ খুব শীঘ্র দুনিয়াময় পৌঁছাই। দুনিয়া পিপাসায় খুব কাতর এই পিপাসার চিকিৎসা আমাদের নিকট মওজুদ আছে কিন্তু এই চিকিৎসা একত্রে পৌঁছাইবার রাস্তায় অনেক প্রতিবন্ধকতাও রহিয়াছে। কিন্তু অধিক সংখ্যক ভাষা না জানার দরুণ ও আমাদের তবলীগ সীমাবদ্ধ আছে। যে সমস্ত দেশে ইংরাজী ভাষা দ্বারা কাজ লওয়া যায়, তথায় সহজে তবলীগ হইতেছে। তারপর কোন কোন দেশ এইরূপ ও আছে যে দেশের ভাষা জানা লোক আমাদের মধ্যে পাওয়া যায়। অর্থাৎ তথাকার ভাষা শিক্ষা করা হইয়াছে বা তথাকার লোক আহমদীয়ত গ্রহণ করিয়া পয়গামে হক পৌঁছাইবার উপযুক্ত হইয়াছেন। ঐ সমস্ত দেশে কিয়ৎ পরিমাণে কাজ হইতেছে। কিন্তু যে পর্য্যন্ত ঐ সমস্ত দেশে এইরূপ লোক অধিক সংখ্যক না হয় যাহারা কেন্দ্রে আসিয়া শিক্ষা লাভ করেন এবং হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) আনীত শিক্ষার রুহ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাখ্যাতে দক্ষতা অর্জ্জনের পর স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আল্লাহর বাণীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রচারের কাজ করেন সে পর্য্যন্ত আমাদের কার্য্যের গতি বৃদ্ধি পাইতে পারে না। এখন আমাদের জন্য দরকার এইরূপ মিশনারী সৃষ্টি করা যাহারা ধর্ম্মীয় শিক্ষায় অভিজ্ঞ হন। হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) এর শিক্ষায় অভিজ্ঞ হন এবং ঐ সমস্ত ভাষায় ও অভিজ্ঞ হন, যদ্বারা সত্যের প্রচার করিবেন।

অদ্যকার অনুষ্ঠান দ্বারা আপনাদের মনোযোগ এই দিকে আকৃষ্ট হইবে যে, বৈদেশিক ভাষা জানা কত প্রয়োজনীয়। বড়ই আনন্দের বিষয় যে, আল্লাহতালা আমাদের খুবই সীমবদ্ধ এবং খুবই নগণ্য চেষ্টার পৃষ্ঠপোষকতা এই ভাবে করিয়াছেন যে, হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) এর পয়গাম শ্রবণকারী কেন্দ্র বিদ্যমান আছেন যাহারা বহু ভাষায় কথা বলিতে পারেন।

কিন্তু আপনারা এখন যে সকল ভাষায় বক্তৃতা শ্রবণ করিবেন তাহা খুবই অল্প। পাক ভারত উপমাহাদেশের ভাষা গণনা করিলে ও বহু সংখ্যক হয়। তারপর ৬০-৭০টি ভাষা এরূপ যাহা তবলীগ কার্য্যের জন্য শিক্ষা করা অতিশয় প্রয়োজনীয়। বহির্দ্দেশের ভাষা যোগ করিলে তো আরও অনেক প্রয়োজনীয় ভাষা শিক্ষা করা দরকার। নিশ্চয়ই আমরা ইংরাজী ভাষায় কতক পরিমাণ দক্ষতা অর্জ্জন করিয়াছি এবং ইংরাজী ভাষা প্রচলিত দেশগুলিতে সহজে তবলীগ করিতে পারিতেছি কিন্তু ইউরোপের অন্যান্য ভাষায় দক্ষতা সম্পন্ন লোক আমাদের মধ্যে নাই। হাঁ, আমাদের কোন কোন মিশনারী ঐ সকল দেশের ভাষায় কিয়ৎ পরিমাণ অভিজ্ঞতা লাভ করতঃ স্ব স্ব এলাকায় কাজ করিতেছেন। সুইজারল্যাণ্ডে কর্ম্মরত মিশনারী শেখনাছের আহমদ সাহেব জার্ম্মাণ ভাষা অনর্গল বলিতে পারেন এবং উহা দ্বারা স্বীয় বক্তব্য পেশ করিতে পারেন হ্যামবার্গ (জার্ম্মাণী) এর মিশনারী চৌধুরী আবদুল লতীফ সাহেব ও জার্ম্মাণ ভাষায় সহজেই স্বীয় বক্তব্য পেশ করিতে পারেন। হ্যাগ (হল্যাণ্ড) এর মিশনারী ও তথাকার স্থানীয় ভাষায় সুদক্ষ। আমি আশা করি যে, করম এলাহী জাফর সাহেব ও স্পেনিশ ভাষা শিক্ষা করিয়াছেন। কেন না তিনি বহু বৎসর সেখানে অতিবাহিত করিয়াছেন।

মোট কথা, আমার মতে কেন্দ্রে এইরূপ একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা দরকার যাহাতে বহির্দ্দেশীয় ভাষা অধিক পরিমাণে শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত হয়। হয়ত প্রথমাবস্থায় ইহাতে অসুবিধার সৃষ্টি হইবে। কিন্তু তবুও এই কাজ করা প্রয়োজন। প্রথমাবস্থায় ৫-৬টি অতীব প্রয়োজনীয় ভাষা শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত করা হউক। ইহাতে তবলীগের সুবিধা হইবে। প্রত্যেক বস্তু কোরবানী চায়। ইহাতেও টাকার দরকার হইবে। কিন্তু আমি আশা করি, এমন যুবক সরবরাহ হইবেন যাহারা এই কার্য্যের প্রতি মনোনিবেশ করিবেন এবং পূর্ণ সময় খরচ করিয়া এই সমস্ত ভাষায় তরবিয়ত হাছেল করিবেন এবং অবসর সময়ে এই কার্য্য করিবার লোকও অনেক হইবে। কিন্তু যে বস্তুই আসুন না কেন তাঁহার উদ্দেশ্য এই থাকা চাই যে ইহা তবলীগ কার্য্যে ফলদায়ক হইবে। আল্লাহতালা আমাদিগকে তৌফিক দিন যেন আমরা স্বীয় উদ্দেশ্য পূর্ণ করিতে অধিক হইতে অধিকতর অংশ গ্রহণ করিতে পারি এবং ইহাতে অধিক হইতে অধিকতর কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারি।

আমিন।

মানব সভ্যতায় ইসলামের অবদান

জনাব আবু আহমদ গোলাম আম্বিয়া সাহেব

আমাদের আজকার বিংশ শতাব্দির মানব সভ্যতার গোড়াপত্তন হয়েছিল কোন এক পাক ঐতিহাসিক যুগে। আজকার বৃহত্তর সভ্যতা পর্য্যন্ত পৌঁছতে মানবের হাজার হাজার বছর কেটে গেছে। সৃষ্টির প্রথমে মানব ছিল অন্যান্য বন্য পশুদেরই মত। তারা অরণ্যে পর্ব্বত গুহায় বাস করত ও হিংস্র জানোয়ারের মত নিরীহ প্রাণী শিকার করে তাদের কাঁচা মাংসে ক্ষুন্নিবৃত্তি করত। কৃষিকার্য্য ও সমাজ বদ্ধ উন্নত জীবনের কল্পনাও তখনকার মানবের মনে ছিল না। মানবের ঐ প্রাথমিক অবস্থার প্রমাণ আজও পৃথিবীর কোন কোন মানব-গুষ্টির জীবন ধারা থেকে উপলব্ধি করা যায়।

মানবের ঐ প্রাথমিক অবস্থা থেকে আজ কার উন্নতর সভ্যতা পর্য্যন্ত পৌঁছিয়ে দেওয়ার জন্য স্রষ্টা যুগে যুগে বিভিন্ন দেশে তাঁর মহা পুরুষদিগকে পাঠিয়েছেন। তারা জগতে এসে সমাজ ও জাতিত্বের বন্ধনে মানবদিগকে একত্রিত করেছেন। খোদা তাই কোরাণে বলেছেন "ওয়া ইম্মিস উম্মতিন ইল্লাখালা ফিহা নাজির।" অর্থাৎ এমন কোন জাতি নেই যাতে আমার মহাপুরুষ পাঠানো হয়নি অর্থাৎ মানবের প্রাথমিক অবস্থার বিশৃঙ্খলায় সমাজ বা জাতির সৃষ্টি হয়েছে স্রষ্টা প্রেরিত মহাপুরুষগণের মারফত। কথিত আছে মানবের সৃষ্টির পর থেকে আল্লাহতালা প্রায় এক লক্ষ চব্বিশ হাজার মহাপুরুষকে মানবের জীবন ধারাকে উন্নত মার্জ্জিত ও সুন্দর করার জন্য পাঠিয়েছেন। তাঁদের কতিপয়ের নাম শুধু আমরা জানি আর সবই আমাদের নিকট অজানা। যে কজন মহাপুরুষকে আমরা জানি তাঁদের ইতিহাসে দেখতে পাই তাঁদের আগমনকে ও তাঁদের শিক্ষাকে কেন্দ্র করে জগতে এক একটি সভ্যতার সৃষ্টি হয়েছে। হজরত মুসা (আঃ)কে পরোক্ষ ভাবে কেন্দ্র করে মিশরীয় সভ্যতার সৃষ্টি হয়। হজরত ঈসা (আঃ)কে কেন্দ্র করে তার কয়েক শত বৎসর পর ইউরোপের রেনেসার পরক্ষণেই সৃষ্টি হয় ইউরোপীয় সভ্যতা। হজরত মহাম্মদ (দঃ) কে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয় জগতের ইতিহাসে গৌরব উজ্জ্বল মুসলিম সভ্যতা। এই ভাবে জগতের ইতিহাসে আরো বহু সভ্যতার সৃষ্টি হয়েছে যাদের প্রকৃত মূল উৎস সম্বন্ধে ইতিহাস আমাদিগকে নিশ্চিত ভাবে কিছু বলতে পারে না। হয়ত ঐ সমস্ত সভ্যতার প্রকৃত উৎসও আমাদের অজানা মহাপুরুষগণ ছিলেন ; যাঁদিগকে শুধু আমরা এক লক্ষ চব্বিশ হাজারের গণনার মাঝে হিসাব করি কিন্তু পরিচয় জানি না।

এই ভাবে দেখা যায় জগতের মানব সভ্যতার ক্রমোন্নতির পথে রয়েছেন যুগ যুগের মহাপুরুষগণ, তাঁদের আনিত কর্ম্মপন্থা এবং তাঁদের লক্ষ্য পথে সাহায্যকারী কর্ম্মবীরগণ।

পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে মহাপুরুষগণ আবির্ভূত হয়েছেন। তাঁদের কেহ সমাজ গড়ে গেছেন কেহ সমাজ সংস্কার করেছেন কেহ দিয়েছেন অতীত প্রাথমিক যুগের মানুষদিগকে আত্ম চেতনা ও স্বাধীনতা লাভের স্পৃহা, যেমন হজরত মুসা (আঃ) তাঁর কওমকে স্বাধীন করার জন্য অরণ্যে নিয়ে গিয়ে তাদের প্রবৃত্তিকে বদলাতে চেয়ে ছিলেন এই ভাবে বর্ত্তমান মানব সভ্যতা পর্য্যন্ত পৌঁছতে মানবের যত রকম উপকরণের প্রয়োজন হয়েছে তাদের প্রত্যেকটি অতীত যুগের মহাপুরুষগণও তাঁদের অনুসারীদের দ্বারা সৃজিত। এই উপায়ে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় যুগ যুগ ধরে মহামানবগণও তাঁদের অনুসারীগণ কর্ত্তৃক মানব সভ্যতার উপকরণ খণ্ড খণ্ড ভাবে সৃষ্টি করার পর স্রষ্টা সর্ব্ব শেষে ইসলামকে পাঠিয়েছেন ঐ সমস্ত উপকরণ গুলোকে একত্রিত করে এক বৃহত্তর মানব সভ্যতা সৃষ্টি করার জন্য। আজ আমরা দেখব জগতের মানব সভ্যতা বিংশ শতাব্দি পর্য্যন্ত পৌঁছার পথে ইসলামের কি কি অবদান রয়েছে।

ইসলামের অবদানগুলোকে মোটামোটি ৪ ভাগ করা যায় :—(১) অভিনব সামাজিক সংস্কার (২) রাষ্ট্র পরিচালনায় নূতন চিন্তা প্রবাহের সৃষ্টি, (৩) বিজ্ঞান ও সাহিত্যের অভূতপূর্ব্ব সমৃদ্ধিকরণ এবং, (৪) গৌরব উজ্জ্বল নূতন এক সাংস্কৃতিক উন্নতির পথে এর সর্ব্বমুখী দান।

সমগ্র পৃথিবী যখন মানব সভ্যতার উন্নতির পথে চলতে চলতে ক্লান্ত হয়ে অজ্ঞানতার তন্দ্রায় ঝিমাচ্ছিল তখন ইসলামের জ্ঞান রশ্মি দেখা দিল আরবের মরু ভূমির পথ ধরে পূর্ব্ব গগনে। যাতে করে সমগ্র পৃথিবী খুঁজে পেল নূতন করে অগ্রসর হওয়ার এক সজীব তাগিদ ইসলামের আবির্ভাবের সাথে সাথে সামাজিক জগতে রাষ্ট্রিয় জগতে এবং বিজ্ঞান ও সাহিত্য জগতে এমন একটা বিপুল স্পন্দন আসল যে সেটা অভূতপূর্ব্ব।

মানব সভ্যতার সংস্কারে ইসলামের অবদানকে জানতে হলে ইসলামের অভ্যুত্থানের পূর্ব্বে ইসলামের লীলা ভূমি আরব দেশ ও তদানিন্তন বিশ্ব সমাজের অবস্থা জানা দরকার ইসলামের আবির্ভাবের পূর্ব্বে আরব এবং আমাদের পরিচিত জগতের সমস্তটাই পাপাচার কুসংস্কার ও বর্ব্বরতার অতল তলে ডুবতে ছিল। সামাজিক অসাম্য, অবহেলিত

বহির্দ্দেশে ইসলাম প্রচার

স্ক্যাণ্ডেনেভিয়া :—স্ক্যাণ্ডেনেভিয়ার মিশনারী জনাব কামাল ইউসুফ সাহেব গত এপ্রিল মাসে বিভিন্ন স্থানে ইসলাম সম্বন্ধে ছয়টি বক্তৃতা করিয়াছেন। ডেনিশ ভাষায় Why I belive in Islam পুস্তকের অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। তথায় তিন জন লোক ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন।

——

হল্যাণ্ড—হল্যাণ্ড এর মিশনারী ইনচার্জ্জ জনাব হাফেজ কুদরত উল্লাহ সাহেব Delft papendrecht, Amstaderm, hilrecrsum এবং Aruhem এর সফর করিয়া ইসলামী শিক্ষা প্রচার করিয়াছেন। haarlam এর থিয়োসোফিষ্ট সোসাইটির মিটিং এবং Dutch Irauian সোসাইটির মিটিংএ দুইটি বক্তৃতা করেন। মিশনে বহু ছাত্র ও অন্যান্য সত্যান্বেষী ইসলাম সম্বন্ধে জ্ঞাত হইবার জন্য আগমন করিয়াছেন। তথায় একজন লোক ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন।

——

সুইজারল্যাণ্ড :—সুইজারল্যাণ্ডের মিশনারী জনাব সেখ নাসের আহমদ সাহেব হেড কোয়ার্টার হইতে ৫৫ মাইল দুরবর্ত্তি Basel নামক স্থানে এক পাবলিক মিটিংএ "বর্ত্তমান ইসলাম" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার পর ইসলাম সম্বন্ধে কৃত বহু প্রশ্নের উত্তর দান করে।

——

স্পেন :—স্পেনের মিশনারী জনাব করম এলাহী জাফর সাহেব "Catholic action" এর দুইটি এবং "Yoga"র একটি মিটিংএ বক্তৃতা করেন। বহিরাগত বহু লোককে তবলিগ করেন। তন্মধ্যে একজন স্পেনিশ জেনারেল, সেক্রেটারী অব ইসলামিক কালচার লিসবন এর নাম উল্লেখযোগ্য।

নারী জীবন দাশ প্রথা, ব্যাভিচার, মদ্য প্রিয়তা, জুয়া খেলা ও জঘন্য পাশবিকতা হত তখনকার আরবের বুকে সমাদরে পালিত। তাদের না ছিল রাষ্ট্রীয় জীবনের কল্পনা না ছিল নৈতিক ও সুন্দর জীবনের ধারণা। তারা ছিল শতধা বিভক্ত কলহ লিপ্ত, সংগ্রাম প্রিয় অসভ্য মানব। ইসলাম এসে তাদের সামাজিক ও গোত্রিয় জীবনের সমস্ত কদর্য্যতাকে দূর করে তাদের দ্বারা জগতে এক অভিনব সভ্যতার সৃষ্টি করে সমগ্র মানব সভ্যতাকে আগিয়ে দিয়েছে সুদূরে। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্ব্বে আরবের নারী ছিল সব চেয়ে অবহেলার বস্তু। তারা ছিল সমাজের যদৃচ্ছা উপভোগের বস্তু মাত্র। পিতৃ সম্পত্তি বা স্বামী সম্পত্তি এর কোনটিতেই ছিল না তাদের অধিকার। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্ব্বে এই নারী জীবনের লাঞ্ছনা শুধু আরবেই প্রচলিত ছিল না পৃথিবীর প্রায় সকল স্থানেই ছিল তারা সম লাঞ্ছিতা ও অবহেলিতা। ভারতের বুকে নারীর লাঞ্ছনা বিংশ শতাব্দির প্রথম দিকে বেঁচে ছিল।

ইসলাম এসে অবহেলিতা নারীদিগকে দিয়েছে পুরুষের সাথে সম অধিকার তাদিগকে করেছে সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্রী। ইসলাম ঘোষণা করেছে স্ত্রী তার স্বামী গৃহের রাণী এবং মায়ের পদতলে স্বর্গ। ইসলামের আবির্ভাবের পরেই সমগ্র মানবগুষ্টি নারীর দাবীকে অবনত মস্তকে মেনে নিতে রাজী হয়েছে এবং চির অবহেলিতা লাঞ্ছিতা দুর্ব্বলা নারীও আজ হৃদয়ে শক্তি পেয়েছে জোর আওয়াজে তাদের দাবীকে বিশ্বের দরবারে পেশ করতে।

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্ব্বে আরবের এবং পৃথিবীর প্রায় সকল স্থানে দাশ প্রথা ছিল সর্ব্ব স্বীকৃত। অতীত যুগের দাশদের অবস্থা পাঠক মাত্রেরই জানা আছে। ইসলাম এসে এই দাশ প্রথার মূলে কুঠারাঘাত করেছে। দাশ প্রথা বিনাশে ইসলামের হস্তক্ষেপের পরই আরম্ভ হয়েছিল জগতে চির লাঞ্ছিত পীড়িত দাশগণের মুক্তি সংগ্রাম। তাই তারা আজ পৃথিবীর সকল দেশে দাশত্ব থেকে মুক্ত ও মানুষ নামে সকল মানুষের সাথে সম অধিকারী।

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্ব্বে পৃথিবীর মানব সমাজে ছিল নিরবচ্ছিন্ন অসাম্য বিরাজ মান। সামাজিক জীবনে ধনী, দরিদ্র, ছোট বড়, জ্ঞানী অজ্ঞানে ছিল বিরাট ব্যবধান। ইসলাম এসে আরবের সকল সামাজিক অসাম্যকে নির্ব্বাসন দিয়েছে এবং সেখানে কায়েম করেছে এক বিশ্বজনিন ভ্রাতৃত্ব, যাতে ধনী দরিদ্র, ছোট বড় ও জ্ঞানী অজ্ঞান সবাই

ভুল সংশোধন

১। "আহমদী"র ১৩শ বর্ষ, ৪র্থ, সংখ্যার ৪ পৃষ্ঠায়, "নেকির বিস্তার কর" হেডিংএর প্রারম্ভে যে আয়েৎ ছাপা হইয়াছে, উহা "লানতানালুল বেররা হাত্তা তুনফেকু মিম্মা তুহেব্বুন" হইবে।

২। উক্ত সংখ্যার ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় ৩য় কলামে "আহমদীয়া জামাতের দুইটি নক্ষত্র স্খলিত" হেডিংএর নিম্নে ২৭ ছত্রে, "আন্তর্জ্জাতিক আদালতের (হ্যাগ ভাইস প্রেসিডেন্ট" হইবে। সঃ, আঃ।

সমান। ইসলামের বিশ্বজনীন সাম্যে জগতের Democracy আজ খুজে পেয়েছে তার খোরাক।

দুনিয়ার রাষ্ট্র পরিচালনায় ইসলাম এনেছে এক নূতন চিন্তা ধারা দুনিয়া কখনও ভাবে নাই যে আরবের মত অজ্ঞানতম নগণ্য দেশের বর্ব্বর অধিবাসীদের নিয়ে এক নিঃস্ব এতিম এত বড় রাষ্ট্রিয় শক্তি গড়ে তুলতে পারে জগতে যা অর্দ্ধেক পৃথিবীকে আধুনিক ভাবে শাসন করে গেছে। হজরত ওমর আজ থেকে প্রায় ১৪ শত বছর আগেই জমি জরিপ মুসলমগুস্ত উপায়ে কর নির্ণয় কৃষি কার্য্যের জন্য খাল খনন, রাজস্ব বিভাগের প্রবর্ত্তন কর্ম্মচারীদের বেতন দেওয়ার ব্যবস্থা, সেনা বিভাগের নিয়মিত ও অনিয়মিত বাহিনীর প্রচলন এবং Executive ও Jndicial Powers এর পৃথক করণ প্রভৃতি আধুনিক পদ্ধতির প্রচলন করে জগতের মানব সভ্যতাকে আধুনিকতার দিকে বিশেষ ভাবে আগিয়ে দিয়েছেন ইসলামী রাজ-নীতিতে জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকল মানুষের সম অধিকারে দুনিয়ার Democracy খোজে পেয়েছে এই উদারতা। ইসলাম তার সামাজিকতায় জাকাত ছদকা ও ফেতরার প্রচলন করে এবং রাজনীতিতে এগুলোর সংরক্ষণের জন্য বায়তুল মালের প্রতিষ্ঠা করে এবং দরিদ্র জনসাধারণের মাঝে ঐ অর্থ বিতরণের ব্যবস্থা করে জগতের কলহরত Capitalism ও Communism কে এই শিক্ষা উপহার দেওয়ার জন্য নীরবে ডাকছে। আজ যদি তারা এই ব্যবস্থাকে মেনে নেয় তাহলে তাদের দ্বন্দের সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

জগতের মানব সভ্যতার বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে রয়েছে ইসলামের বিরাট অবদান। প্রাচীন গ্রীক সভ্যতার বিজ্ঞান ও সাহিত্যের গৌরব সূর্য্য যখন পশ্চিম গগনে শেষ রশ্মি বিকিরণ করছিল, তখন আরবের মরুভূমির পথ ধরে দেখা দিল আবার নূতন এক গৌরব সূর্য্য। মুসলিম বৈজ্ঞানিক ও জ্যোতির্ব্বিদদের মধ্যে আলখারেজমি, আল হাসান, বণি মুসা ভ্রাতৃদ্বয় ছাবেত ইবনে কোরা, আলবাত্তানী, আল বেরুণী, নাসিরুদ্দিন ও ইবনেসীস প্রসিদ্ধ। মুসলিম বৈজ্ঞানিক আল খারেজমি বর্ত্তমান বীজ গণিতের স্রষ্টা। প্রখর প্রতিভাশালী বৈজ্ঞানিক আল খারেজমির দান বিজ্ঞান জগতে বিশেষ ভাবে গণিত জগতে অসাধারণ। আল মামুনের অন্যতম সভাসদ আল হাসান সর্ব্ব প্রথম দুরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার করেন। পরবর্ত্তি যুগে দেখা যাবে এই দুরবীক্ষণ আবিষ্কারের কৃতিত্ব বেড়ে পড়েছে ইটালীর জ্যোতির্ব্বিদ গ্যালিলিওর উপর।

আল খারেজমি নিজে এই দুরবীক্ষণের সাহায্যে আকাশে নানাবিধ পর্য্যবেক্ষণ করেন এবং তার পর্য্যবেক্ষণের ফলাফল একটি তালিকায় লিপিবদ্ধ করে যান। তাঁর এই ফলকের গুরুত্ব বিবেচনা করেই পরবর্ত্তি কালের আরবগণ তাঁকে সাহেব আলজিজ বা Master of the astronomical tabes বলে অভিহিত করতেন। মুসলিম বৈজ্ঞানিক মহম্মদ, আল হাসান ও আহমদ তাঁরা তিন ভাই অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমা রেখা সর্ব্ব প্রথম কল্পনা করেন এবং এই কল্পনার সাহায্যে লোহিত সাগরের তীরে ১ ডিগ্রি পরিমাণ স্থানের পরিমাপ করে তা থেকে উক্ত তিন বৈজ্ঞানিক পৃথিবীর আয়তন বের করেন। উক্ত তিন বৈজ্ঞানিকই প্রথম পৃথিবীর আহ্নিক গতির কল্পনা করেন। ছাবেত ইবনে কোরা ছিলেন একজন খ্যাতানামা জ্যোতির্ব্বিদ তাঁর গণনাকে বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ কোপার্নিকাস পর্য্যন্ত অভ্রান্ত বলে স্বীকার করে গেছেন।

পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে পর্য্যবেক্ষণ করলে চন্দ্রের দিক যে বিভিন্ন মনে হয় বা বর্ত্তমানে যেটাকে Parallax বলা হয় মুসলিম জ্যোতির্ব্বিদ আল বাত্তানীই সেটা সর্ব্ব প্রথম আবিষ্কার করেছেন। সমস্ত বিজ্ঞানের ইতিহাস আলোচনা করলে নিউটনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মুসলিম বৈজ্ঞানিক আল বেরুণীকে জগতের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক বলে অভিহিত করা যায়। প্রফেসার সাকাউ আল বেরুণী সম্বন্ধে বলেছেন "Alberuni was the greatest intellect that ever lived on this earth" মুসলিম বৈজ্ঞানিক নাসিরুদ্দীনকে ত্রয়োদশ শতাব্দির নিউটন বলা হয়।

বিজ্ঞান জগতে নাসিরুদ্দীনের অবদান মুসলিম বৈজ্ঞানিকদের অপূর্ব্ব প্রতিভার পরিচয়। ইতিহাস প্রসিদ্ধ ধ্বংশকারী হলাকু খাঁ জ্ঞান চর্চ্চার উদ্দেশ্যে নাসিরুদ্দিনকে পাবার জন্য অন্য দেশ জয় করতেও দ্বিধা বোধ করেন নাই।

(শেষাংশ ১০ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সম্পাদকীয়

নাজাত বা মুক্তি নির্ভর করে আল্লাহতালার ফজলের উপর

জনাব মীর মুনিরুজ্জমান সাহেব !

আপনি প্রশ্ন করিয়াছেন, মুসলমান ব্যতিত হিন্দু, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, পারশী ..... প্রভৃতি জাতি মুক্তি পাইবে কিনা ?

উত্তর :—নাজাত বা মুক্তি সম্বন্ধে আহমদীয়া সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম বিশ্বাস এই যে, ধর্ম্মের মৌখিক স্বীকারোক্তি কাহাকেও জান্নাতের অধিকারী করে না ; বরং ধর্ম্মের আরোপিত দায়িত্ব পালন করিয়া মানুষ জান্নাতের অধিকারী হয়। তদ্রুপ মৌখিক অস্বীকারের ফলেও কেহ জাহান্নামী হয় না ; জাহান্নামী হওয়া বহু শর্ত্তসাপেক্ষ। যাহারা সত্য বুঝিতে চেষ্টা করে না, সত্য মানিতে হইবে এই ভয়ে যাহারা ইহাতে কান দেয় না, অথবা সত্যকে সত্য বলিয়া বুঝা সত্ত্বেও গ্রহণ করেনা, তাহারা শাস্তি পাইবে। কিন্তু আল্লাহর দয়া অসীম। এমন লোককে ক্ষমা করাও তাঁহার পক্ষে সম্ভব। আমাদের দৃষ্টিতে যাহার নাজাত অসম্ভব আল্লাহর অসীম দয়ায় এইরূপ ব্যক্তিও ক্ষমা লাভ করিতে পারে। একে অন্যের নাজাত সম্বন্ধে বলা দূরের কথা ; মানুষ স্বীয় নাজাত সম্বন্ধেও আল্লাহতালার পক্ষ হইতে সংবাদ না পাওয়া পর্য্যন্ত অবহিত হইতে পারেন না। তবে নাজাত কাহাকে বলে, নাজাত প্রাপ্ত লোকের লক্ষণ, নাজাত প্রাপ্তির উপায়, নাজাতের পথ বন্ধ হইবার কারণ প্রভৃতি বিষয় এখানে উল্লেখ করা যাইতেছে ; যেন এই সম্বন্ধে একটি মোটা মোটি জ্ঞান লাভ হয়। তারপর ইসলামী বিধান অনুযায়ী জাহান্নাম যখন চিরস্থায়ী নহে ; এমতাবস্থায় তো প্রত্যেকেই একবার নাজাত লাভ করিবে।

নাজাত কি ?

পৃথিবীর সকল ধর্ম্মাবলম্বীই এই বিষয়ে একমত যে, কোন বস্তু হইতে রক্ষা পাইতে হইবে অর্থাৎ নাজাত লাভ করিতে হইবে। কিন্তু নাজাত কি ? এই বিষয়ে মত ভেদ আছে, যথা :—১। ব্রাহ্মণগণের মত :—ব্রাহ্মণগণ বলিয়াছেন, সুখ দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া খোদার মধ্যে লীন হওয়ার নাম নাজাত। অর্থাৎ ব্রহ্মায় মিশিয়া যাওয়া।

২। বৌদ্ধগণের মতে পৃথিবীর যাবতীয় দুঃখ হইতে মানুষের বাঁচিতে হইবে। তাঁহারা বলেন, যৌনাবর্ত্তন হইতে অব্যাহতি লাভ এবং আকাঙ্খার নিবৃত্তির নাম নাজাত। তাঁহারা আরও বলেন, যাবতীয় আগ্রহই জাহান্নাম। ইহাতেই যৌনাবর্ত্তের উৎপত্তি হয় ইহা না থাকিলে মানুষ আর যৌন প্রাপ্ত হয় না। ইহাই নাজাত।

৩। জৈনগণের মত :—জৈনগণের মতে নাজাত হইল যৌনবর্ত্তন হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া মানুষের উন্নত শক্তি লাভ। ইহারা খোদা বিশ্বাস করেন না। ইহাদের মতে, নাজাত অর্থ, যৌনাবর্ত্তন হইতে আত্মার মুক্তি এবং উন্নত শক্তি উৎপন্নের দ্বারা খোদার মত হওয়া।

৪। ইহুদীগণের মত :- ইহুদী মতে মৃত্যুর পর দণ্ড হইতে রক্ষা পাওয়া বা ইহলোকেই য়িহোবার শাস্তি না দেওয়া নাজাত। ইহুদীগণ খোদাকে য়িহোবা বলেন।

৫। খৃষ্টানগণের মত : খৃষ্টানগণের মতে, পাপের শাস্তি হইতে এবং পাপ হইতে রক্ষা পাওয়া নাজাত।

৬। শ্যাণ্টোইজ্‌ম্‌ এর মত : শ্যাণ্টোইজ্‌ম্‌ জাপানের আদি ধর্ম্ম। এই মতানুসারে পাপের শাস্তি হইতে রক্ষা পাইবার নাম নাজাত। ইহা অতি প্রাচীন ধর্ম্ম বলিয়া ইহার পূর্ণ ইতিহাস জানা

৭। পারশীগণের মত :—পারশীগণের মতে পাপের শাস্তি হইতে রক্ষা পাওয়া নাজাত।

৮। ইসলামী নাজাত বা মানব জাতির কাম্য নাজাত :—কোরআন করীমের প্রতি মনোনিবেশ করিলে দেখা যায়, নাজাতের স্থান নিম্নে। ইহার উপরেও অন্য একটি উদ্দেশ্য রহিয়াছে যাহা মোমেনের কাম্য। উহার নাম 'ফালাহ'। ইসলাম 'ফালাহ'কেই মূল উদ্দেশ্যরূপে নির্দ্ধারণ করিয়াছে। নাজাত 'ফালাহ'র নীচের স্তর কাজেই যে ব্যক্তি 'ফালাহ' লাভ করেন, নাজাতও লাভ করেন। অবশ্য কোন কোন সময় 'নাজাত' শব্দই 'ফালাহ' স্থলে ব্যবহৃত হয়। সর্ব্ব সাধারণ নাজাত শব্দই ব্যবহার করেন।

ইসলামী মতে 'ফালাহ' বা নাজাত কি ?

ইসলাম বলে জাহান্নামের অগ্নি হইতে রক্ষা পাওয়াই নাজাত নহে ; বরং যে উদ্দেশ্যে মানব জাতির সৃষ্টি উহা প্রাপ্তির নাম 'ফালাহ' মানুষ খোদাতালার সান্নিধ্য লাভের জন্য সৃষ্ট হওয়ায় যে জ্বালা, যে দাহ তাঁহার সহিত মিলনার্থে মানবান্তঃকরণে নিহিত রহিয়াছে, ঐ জ্বালা ও দাহ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া খোদার সহিত মিলনের নামই প্রকৃত নাজাত বা ফালাহ। যেরূপ প্রেমিক প্রেমিকার সহিত মিলনেই অন্তরের জ্বালা হইতে রক্ষা পায়। তদ্রুপ মানুষ খোদাতালার সহিত মিললেই প্রকৃত নাজাত লাভ করে।

ইসলামী ফালাহ এবং হিন্দু 'মুক্তি-বাদে' প্রভেদ

কেহ বলিতে পারেন যে, ইসলামী নাজাতের এই সংজ্ঞা এবং হিন্দু মুক্তিবাদ' এক নয় তো ? ইহার উত্তর এই যে, হিন্দু ধর্ম্ম মতে মানুষের অনুভূতি না থাকা খোদা প্রাপ্তি। কিন্তু 'ফালাহ' অর্থ 'নেওয়া'—'পাওয়া'। যার জন্য অনুভূতির প্রয়োজন। কারণ যে ব্যক্তি অনুভূতি হারাইয়াছে, সে সব কিছু হারাইয়াছে। তার মধ্যে তো পাওয়ার অনুভূতিই নাই। এজন্য হিন্দু ধর্ম্মের 'মুক্তিবাদ' ইসলামী ফালাহ হইতে পারে না। ইসলামী নাজাত অর্থে মানুষের মধ্যে ঐশী শক্তির উদ্ভব, ঐশী গুণাবলীর বিকাশ এবং এই প্রকারে তাহার চির জীবন প্রাপ্তি বুঝায়। অন্য কথায় ইহা চিরলয় হওয়া নয় বরং চির মুক্তি।

প্রকৃত মুক্তি বা নাজাত প্রাপ্তির উপায় :

—আল্লাহতালা কোরআন করীমে বলিয়াছেন :—"তোমরা আল্লাহকে ভালবাসিলে হজরত মোহাম্মদ (দঃ)কে ভালবাস তোমরা আল্লাহর প্রিয় হইবে।" অর্থাৎ আল্লাহর প্রিয় হওয়া এবং তাঁহার নৈকট্য লাভ করাই প্রকৃত নাজাত। অন্যত্র আল্লাহতালা বলিয়াছেন :— "এবাদত করিবার জন্যই মানুষ এবং জিন সৃষ্টি করা হইয়াছে।" সুতরাং মানুষ যদি এবাদত করে, তবে নাজাত সুনিশ্চিত।

কোরআন করীমে আল্লাহতালা ইহাও বলিয়াছেন :—"আমার বান্দাগণের মধ্যে দাখেল হও এবং আমার

জান্নাতে প্রবেশ কর।" ইহা দ্বারা প্রমাণ হয় যে জান্নাতে প্রবেশ করিতে চাহিলে তৎপূর্বে আল্লাহর বান্দাতে পরিণত হইতে হইবে অর্থাৎ আল্লাহর বান্দাগণের জন্যই জান্নাত অন্য কথায় মুক্তি নির্দ্ধারিত রহিয়াছে।

মুক্তির পথ বন্ধ হইবার কারণ

এই সম্বন্ধে আল্লাহতালা বলিয়াছেন :— "যাহারা আমার সহিত মিলনের আশা পোষণ না করে এবং পার্থিব ভোগ বিলাসে মত্ত থাকে তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকে এবং শান্তি ও তৃপ্তি পায়, এবং যাহারা আমার নিদর্শন সম্বন্ধে উদাসীন থাকে, তাহাদের কার্যের ফলে জাহান্নামই তাহাদের আশ্রয়স্থল।" এই আয়েত দ্বারা প্রমাণ হয় যে যাহারা খোদার সহিত মিলনের আশা পোষণ না করে, দুনিয়ার ভোগ বিলাসে মত্ত থাকে তাহাদের আশ্রয় স্থল জাহান্নাম। অর্থাৎ তাহারা স্বীয় কর্ম্ম দ্বারা মুক্তির দ্বার বন্ধ করে।

শাস্তি চিরস্থায়ী নহে

আল্লাহতালা বলেন :—"যাহারা অনুমাত্র পাপ বা পুণ্য করিয়া থাকে, তাহার হিসাব গ্রহণ করা হইবে।" ইহা দ্বারা প্রমাণ হয় যে, শাস্তি চিরস্থায়ী নহে। কারণ অন্যায় কার্যের জন্য অনন্ত কাল জাহান্নামে থাকিলে পুণ্য কার্য্যের প্রতিফল কখন পাইবে? দুনিয়ার সব চেয়ে বড় পাপী দ্বারা ও কোন না কোন পুণ্য কর্ম্ম হইয়া থাকে।

আল্লাহতালা বলেন :—"দোজখ দোজখীর মাতা।" সন্তান যেরূপ চিরদিন মাতৃ গর্ভে থাকেন। তদ্রূপ দোজখী ও চিরদিন দোজখে থাকিবে না।

নাজাত প্রাপ্তির লক্ষণ

'নাজাত' বা 'ফালাহ' আল্লাহতালার সহিত সম্বন্ধ স্থাপনের নামান্তর মাত্র। নাজাত সম্বন্ধে মানুষ তখনই জ্ঞান লাভে সমর্থ হয়, যখন খোদার প্রেম ও বন্ধুত্বের লক্ষণ সমূহ প্রদর্শিত হয়। ইহা দুই প্রকারে হইয়া থাকে।

(১) বাক্য দ্বারা। (২) কার্য্য দ্বারা। অর্থাৎ খোদাতালা স্বয়ং বলিয়া দিবেন বা স্বীয় ব্যবহার দ্বারা প্রকাশ করিবেন যে তিনি তাঁহার বন্ধু। ইহা লাভ করিলেই মানুষ বুঝিতে পারে যে, নাজাতের প্রকৃত স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে।

যদি কেহ বলে যে, খোদা কি কাহারো সহিত বাক্যালাপ করেন? তবে আমরা এরূপ ব্যক্তিকে আধ্যাত্মিক বধির বলিতে বাধ্য হইব। খোদাতালা এখনও তাঁহার প্রিয় বান্দাগণের সহিত বাক্যালাপ করেন এবং ভবিষ্যতেও করিবেন। তাঁহার কোন গুণ বা শক্তি লোপ পাইবার নয়। হাঁ, কেহ বলিতে পারেন যে, বাক্য দ্বারা জানাইলে তো বুঝা সহজ। ব্যবহার দ্বারা জানাইলে কেমন করিয়া বুঝিব? কেহ এই প্রশ্ন করিলে আমরা উত্তর দিব ইনশ আল্লাহ।

তারপর আমাদের ইহা ও দাবী যে, ইসলাম ব্যতিত অন্য কোন ধর্ম্মই নাজাত প্রাপ্ত ব্যক্তিকে তদীয় নাজাত সম্বন্ধে সংবাদ দিবার দাবী করেনা এবং করিতে পারে না।

আমরা আবার বলি, নাজাত নির্ভর করে, আল্লাহতালার ফজলের উপর। কোরআন জোরের সহিত বলে, নাজাত প্রাপ্তগণকে আল্লাহতালা সুসংবাদ দিয়া থাকেন যে, তুমি নাজাত প্রাপ্ত। ইসলামে এই বিষয়টি খুবই গুরুত্ব পূর্ণও ব্যাপক। সম্পাদকীয় স্তম্ভে এই বিষয়ের আলোচনা করা যায় না। তবে আপনার, ও, আপনার বদৌলৎ "আহমদী"র পাঠকগণের অবগতির জন্য এখানে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইল। ইহা দ্বারা বুঝিতে পারিবেন যে ইসলাম কিরূপ নাজাতের সন্ধান দিয়াছে এবং উহা লাভ করিতে হইলে আমাদিগকে কিরূপ চেষ্টা প্রচেষ্টা করিতে হইবে।

ইসলাম যে নাজাতের সন্ধান দিয়াছে তার মূলে রহিয়াছে, "আল্লাহর প্রকৃত বান্দাতে পরিণত হওয়া এবং আল্লাহর সহিত হজরত মোহাম্মদ (দঃ) কে ও ভালবাসা।" খৃষ্টান গণের ধর্ম্মগ্রন্থ কি হজরত মোহাম্মদ (দঃ) ভবিষ্যদ্বাণী নাই? বৌদ্ধগণের ধর্ম্ম গ্রন্থে কি হজরত ইসা (আঃ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী নাই? তারপর হিন্দু ধর্ম্ম শাস্ত্রে কি বুদ্ধদেব সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী নাই? নিশ্চয়ই আছে। প্রত্যেক পরবর্ত্তি নবী বা অবতার সম্বন্ধে পূর্ব্ববর্তি ধর্ম্ম গ্রন্থে ভবিষ্যদ্বাণী ছিল। কিন্তু মানুষ স্বেচ্ছায় হউক আর অনিচ্ছায় হউক পরবর্ত্তি নবী বা অবতারকে মান্য না করার ফলে আজ পৃথিবীতে বহু ধর্ম্মের অস্তিত্ব বিদ্যমান রহিয়াছে এবং নাজাতের রাস্তা সঙ্কীর্ণ হইয়াছে। যদি প্রাচীন কাল হইতেই মানুষ প্রত্যেক যুগাবতার বা জমানার নবীগণকে মান্য করিত, তবে এখন পৃথিবীতে এক মাত্র ইসলাম ধর্ম্মেরই অস্তিত্ব থাকিত এবং নাজাতের রাস্তা সুপ্রসস্ত হইত। কারণ হজরত মোহাম্মদ (দঃ) এর ওস্মত হিসাবে, পৃথিবীর সমস্ত অধিবাসী না হউক, বহু লোক কোরআনে বর্ণিত নাজাতের উপায় অন্বেষণ করতঃ আল্লাহর বান্দাতে দাখেল হইবার চেষ্টা করিতেন এবং আল্লাহর সহিত হজরত মোহাম্মদ (দঃ)কে ও ভালবাসিতেন। অন্য কথায় আল্লাহতালার ফজল লাভ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেন। মানুষ যে স্বীয় ধর্ম্ম গ্রন্থের আদেশ অমান্য করে, তার একটি টাটকা দৃষ্টান্ত পেশ করিতেছি। এই যে আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হজরত

বিজ্ঞপ্তি

১) পত্রাদির নিরাপত্তা সম্বন্ধে :— বর্ত্তমানে "আহমদী"র সম্পাদক বা ম্যানেজারের নামে যে সকল পত্র আসিতেছে, উহা তিন প্রকার ঠিকানায় আসিতেছে। যথা :—(ক) পোষ্ট বক্স নং ৬ (খ) ১৬/১২ মিশনপাড়া ও (গ) জর্দ্দার দোকান কালীর বাজার, এতদ্বারা জানান যাইতেছে যে, ভবিষ্যতে কেহই ১৬/১২ মিশন পাড়া এবং জর্দ্দার দোকান কালীর বাজার ঠিকানায় পত্র লিখিবেন না। কারণ ইহাতে পত্র না পাওয়ারও সম্ভাবনা আছে। পোষ্ট বক্স নং ৬, ঠিকানায় পত্র দিলে ঐ পত্র নিশ্চয় আমাদের হাতে পৌঁছিবে।

ম্যানেজার "আহমদী।"

মির্জা গোলাম আহমদ (আঃ) প্রতিশ্রুত মসিহ ও মাহদী বলিয়া দাবী করিয়াছেন। তাঁহার আবির্ভাব সম্বন্ধে কি খোদাতালা স্বীয় মহাগ্রন্থ কোরআনে ভবিষ্যদ্বাণী করেন নাই? নিশ্চয় করিয়াছেন এবং হজরত মোহাম্মদ (দঃ) ও এই প্রতিশ্রুত মসিহ ও মাউদী সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বানী করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় কোরআন হাদিসের মান্যকারীগণ, কোরআন হাদিসে বর্ণিত মহাপুরুষকে মান্য করিতেছেন না। যাহারা কোরআন হাদিসের আদেশ কার্য্যতঃ পালন না করেন, তাঁহারা আল্লাহ ও তাঁহার প্রিয় রসুল হজরত মোহাম্মদ (দঃ)কে ভালবাসেন কি?

হজরত ইমাম মাহদী (আঃ) লিখিয়াছেন, "যে ব্যক্তি কোরআনের সাত শত আদেশের মধ্যে একটি আদেশ ও লঙ্ঘন করে, সে স্বীয় মুক্তির দ্বার স্বয়ং বন্ধ করে।" "কিশ্‌তিয়ে নূহ।" কিন্তু "আল্লাহর অনুগ্রহ যাবতীয় পদার্থকে ঘিরিয়া রহিয়াছে।" তিনি যাহাকে ইচ্ছা ক্ষমা করিতে পারেন। হাঁ, তা'ই আমরা বলি, "নাজাত নির্ভর করে আল্লাহর ফজলের উপর।" নাজাত অনেক প্রকারের। তন্মধ্য হইতে মাত্র এক প্রকার, অর্থাৎ নরকাগ্নি হইতে নাজাত প্রাপ্তি সম্বন্ধে আলোচনা করা গেল।

———

মানব সভ্যতায় ইসলামের অবদান

(৭ম পৃষ্ঠার পর)

ইসলামের আবির্ভাবে সাহিত্য কলার হয়েছিল অভিনব উন্নতি যা মানব সভ্যতাকে চিরসমৃদ্ধশালী করে রেখেছে। মুসলিম কবি ও সাহিত্যিকগণের মধ্যে ওমর খৈয়াম, মৌলানা রোম, শেখ শাদী, আবু নেওয়াজ, হজরত আলী আবদুল মালেক, কবি আনসারী, কবি ফেরদৌসী প্রমুখ ব্যক্তিগণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাদের সাহিত্য ও কবি প্রতিভা মানব সভ্যতাকে গৌরবময় করে রেখেছে। মুসলিম সভ্যতায় সাহিত্য এত সমৃদ্ধশালী হয়েছিল যে এর তুলনা অতীত ইতিহাসে বিরল। আল হাকিমের দারুল হিকমায় ছিল ৪ লক্ষ পুস্তক, বাগদাদের লাইব্রেরীতে ছিল প্রায় ৪ লক্ষ পুস্তক। বাগদাদের খলিফা আল মামুনের বায়তুল হিকমায় জমা হয়েছিল জ্ঞানপূর্ণ বিপুল পুস্তক রাশির বিচিত্র সম্ভার। এই ভাবে ইসলাম এসে আরবদিগের মাঝে এক গৌরব উজ্জ্বল সভ্যতার সৃষ্টি করে জগতের সমগ্র মানব সভ্যতাকে তার নানা অবদানে সমৃদ্ধশালী করেছে।

বর্ত্তমান সেরা ইউরোপীয় সভ্যতাও ধার করে নিয়ে এসে ইসলামের বহু অবদান। এক বিখ্যাত লেখক তার Islamic culture and civilisation নামক প্রবন্ধে লিখেছেন :—

"The social and moral influence of Arabian civilization goes to the extent that Europe learnt from the Arabs safe guard of tho poor people's right especially of the labourors and technician, proper liberty of the women conrageous behevlour law of military recruitment politeness humbeness frakness truthfullness and tolerance as also the decoration of houses and gardens tables chairs forks and knife napkins i e, handker chiefs changing of clothes at bed time taking frequent baths playing polotenis criket and chess and horse racing and also sanitation and cleanning of the strees and scores of things of culture".

একটা বর্ব্বর অসভ্য জাতির ভেতর এত প্রেরণা এত কল্পনাও প্রাণ শক্তির প্রাচুর্য্য লুকিয়ে থাকতে পারে তা ইসলামের আগে ভাবতেও অসম্ভব বলে মনে হতো। ইসলামের বাণী ছিল কর্মের প্রেরণা উদ্যমের উৎস। তাই এর আগমনে একটা বর্ব্বর অসভ্য জাতি নূতন কর্ম্ম প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মানব সভ্যতাকে চরম উন্নতির পথে আগিয়ে দিয়েছে।

জামাতের বন্ধুগণ স্বীয় দায়ীত্ব উপলব্ধি করুন

অসুবিধা হোক, সুবিধা হোক, দারিদ্র্য হোক, প্রাচুর্য্য হোক। যাহাই হোক, কিন্তু দাওয়াতে ইসলাম বন্ধ না হোক।

জনাব প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারী মাল সাহেবান।

আচ্ছালামু আলায়কুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

সদর আঞ্জুমন আহমদীয়ার নূতন আর্থিক বৎসরের দুই মাস গত হইল। কিন্তু অবশ্য আদায়ী চাঁদা বাজেট অনুপাতে খুব অল্প আদায় হইয়াছে। বরং গত বৎসর এই সময় পর্য্যন্ত আদায়কৃত চাঁদার পরিমাণ হইতেও অনেক কম আদায় হইতেছে। ইহা বড়ই বিপদের কারণ। নিশ্চয়ই অধিকাংশ জামাত বৎসরের শেষে পর্য্যন্ত তাঁহাদের বাজেট পূর্ণ করেন। কিন্তু যদি সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ বাজেট পূর্ণ করিবার খেয়াল না রাখা যায় তবে বৎসরের শেষ বাজেট পূর্ণ করিবার আশা করা যাইতে পারেনা। পরন্তু গত বৎসরের শেষাংশে জামাত বাজেট পূর্ণ করিবার অদম্য চেষ্টা করা সত্বেও কিছু কম রহিয়াছে।

এখানে আমি অন্য এক বিষয়ের প্রতি বন্ধুগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চাই। উহা এই যে হজরত আমীরুল মোমেনীন (আইঃ) বিগত দুই মাস যাবৎ পীড়িত আছেন। জামাতের বন্ধুগণ যেখানে হুজুর (আইঃ) এর জন্য দোয়া এবং সদকা করিতেছেন। সেখানে যদি এই খেয়ালও রাখেন যে, জামাতের দায়ীত্ব পূর্ণভাবে আদায় করিবেন এবং অবশ্য আদায়ী চাঁদা ওসল কার্য্যে অধিক হইতে অধিকতর অংশ গ্রহণ করিবেন তবে ইহা খোদাতালার সন্তুষ্টির কারণ হইবে। আমার মতে ইহাও হুজুর (আইঃ) এর পূর্ণ স্বাস্থ্য প্রাপ্তির উপকরণে পরিণত হইবে। হজরত আমীরুল মোমেনীন (আইঃ) বলিয়াছিলেন :—

আমি জলসার সময় বন্ধুগণকে বলিয়াছিলাম। এখন সময় আসিয়াছে যে জামাত স্বীয় মৌখিক বাক্য ও দাবীকে কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করেন এবং জামাতের সমস্ত বন্ধু তন, মন, ধন দ্বারা ইসলামকে শক্তিশালী করিবার জন্য শক্তি নিয়োগ করা আরম্ভ করেন আমি জলসার সময় বলিয়াছিলাম, এখন আমাদের জামাতের কাজ এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, যে পর্য্যন্ত তাহরিক জদীদ এবং সদর আঞ্জুমন আহমদীয়ার বার্ষিক আমদানী পঁচিশ লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত না পৌঁছে, সে পর্য্যন্ত জামাতের কাজ সঠিক ভাবে চলিতে পারে না।

"খোৎবাজুমা ৩-১২-১৯৫৫ ইং।
আলফজল ১৮-১-১৯৫৬ ইং।"

হুজুর (আইঃ) এর উপরোক্ত বাণী দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, জামাতের আর্থিক স্থায়িত্বের প্রতি হুজুর (আইঃ) বিশেষ মনোযোগ রহিয়াছে। তারপর হুজুর (আইঃ) ইহাও চান যে, জামাতের আর্থিক কোরবানী ততটুকু উন্নত হউক, যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে কাজ চলিতে পারে। যদি বন্ধুগণ এই ব্যাপারে পূর্ণ চেষ্টায় ব্যপৃত না হন তবে হুজুর (আইঃ) এর উদ্দেশ্য সফল কামে কৃতকার্যতার ভয়ের কারণ আছে। অতএব নিবেদন এই যে, আপনারা স্বয়ং এবং জামাতের সমস্ত বন্ধুগণ নিজেদের দায়ীত্ব আদায় করিবার জন্য পূর্ণ চেষ্টা করিবেন।

ওয়াচ্ছালাম। আবদুল হক রামা।
নাজের বায়তুল মাল সদর আঞ্জুমন আহমদীয়া রাবওয়াহ।

লেখকগণের খেদমতে

(ক) লেখকগণের খেদমতে নিবেদন লেখা যেন পরিষ্কার হয় যাহাতে কম্পোজিটার গণের জন্য কষ্টের কারণ না হয়। ছত্রগুলির মধ্যে ফাঁক থাকা এবং সাইডে স্থান থাকাও প্রয়োজনীয়।

(খ) কবিতা লেখকগণ স্মরণ রাখিবেন কেবল ছন্দ মিলাইলেই কবিতা হয় না। যে বিষয়ে কবিতা লিখা হয়, ঐ বিষয় কবিতার মধ্যে ফুটিয়া উঠা দরকার। নতুবা আমরা উহা প্রকাশ করিতে অক্ষম। সঃ, আঃ।

Printed at the Satya-Sadhana Chhapakhana, Narayanganj. Edited and Published by Md. Ahsanullah Sikder from 4, Bakshi Bazar Road, Dacca